



আক্রমণ একটি অধিকারের ওপর



সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : ড. হুমায়ুন আজাদের ওপর আক্রমণ ব্যক্তিগত নয়, ব্যক্তির ওপর নয় আক্রমণ হয়েছে একটি অধিকারের ওপর। সেই অধিকার হচ্ছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা। মত প্রকাশের অধিকার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যদি এই অধিকারকে নিশ্চিত না করে তাহলে বুঝতে হবে সেই স্বাধীনতা পূর্ণতা পায়নি। বই লেখার জন্য আমাদের দেশে লেখকরা আগেও বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। কিন্তু এভাবে প্রাণনাশের চেষ্টা আমাদের অনালোকিত ইতিহাসেও নেই। বৃটিশ যুগে কাজী নজরুল ইসলাম যখন লিখতেন, তখন তার বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ

হয়ে যেত, তাকে কারারুদ্ধ করা হতো। কিন্তু ১ বছর পরেই তিনি বীরের মতো বেরিয়ে আসতেন। তাকে প্রাণে হত্যা করতে হবে এমন কথা ঔপনিবেশিক সরকারও ভাবেনি। পাকিস্তান আমলেও আমাদের মত প্রকাশের অধিকার ছিল না। কিন্তু লেখকের প্রাণনাশের চেষ্টা সেকালেও ঘটেনি। লজ্জার ব্যাপার হচ্ছে, তথাকথিত স্বাধীন বাংলাদেশে একজন লেখককে হত্যা করার চেষ্টা ঘটলো।

তসলিমা নাসরিনের লেখা অনেকেই পছন্দ করেন না। কিন্তু ধর্ম ব্যবসায়ীরা যখন তাকে তলোয়ার নিয়ে ধাওয়া করলো, তখন রাষ্ট্র তাদের নিবৃত্ত করেনি। বরং রাষ্ট্র এই ধর্ম ব্যবসায়ীদের পরোক্ষভাবে প্রশ্রয় দিয়েছে। ড. আহমদ শরীফকে মুরতাদ বলে ঘোষণার পর ধর্ম ব্যবসায়ীরা তার বাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করেছে। তখনও রাষ্ট্র নিশ্চুপ ছিল। রাষ্ট্র তখনও এই লেখকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারেনি, উপরন্তু মত প্রকাশের অধিকারের বিরুদ্ধেই অবস্থান নিয়েছে। ড. হুমায়ুন আজাদকে হত্যার চেষ্টা সব মাত্রাকেই ছাড়িয়ে গেছে এবং সরকারের ওপর সরাসরি জবাবদিহিতার দায় এসে পড়েছে।

সন্ত্রাসী ঘটনা বাংলাদেশে বারবার ঘটেছে। যশোরে উদীচীর সম্মেলনে, পল্টন ময়দানে কমিউনিস্ট পার্টির সমাবেশে, রমনা বটমূলে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে, খুলনায় কাদিয়ানিদের মসজিদে-গির্জায়, আরো অন্যান্য স্থানে বোমা ফাটিয়ে বহু মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। কবি শামসুর রাহমানের বাসায় সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে। কিন্তু অপরাধীদের কোনো বিচার হয়নি। অপরাধীদের শাস্তি না দেওয়ার অর্থই হচ্ছে তাদের প্রশ্রয় দেওয়া। আর তারা শাস্তি না পেয়ে অপরাধের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে।

অসহিষ্ণুতা সমাজে বাড়ছে। সংখ্যালঘু নিপীড়ন চলছে। যার ফলে তারা নীরবে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো নিপীড়িত হচ্ছে। আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের সব প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ঘটনা এই দেশে কেবল মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিপন্ন তা নয়,

টিকে থাকার নিরাপত্তাও বিপদগ্রস্ত। দেশ ক্রমাগত মনুষ্য বসবাসের জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়ছে।

হুমাযুন আজাদের আক্রমণের পেছনে যারা আছে, যারা হুমকি দিয়েছে, যারা ষড়যন্ত্র করেছে, তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের দায়িত্বের কথা অবশ্যই আমরা বলবো। কিন্তু আমরা এটাও বুঝি, যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে তা বিচ্ছিন্ন নয় এবং যে অন্যায় ব্যবস্থার মধ্যে আমরা বসবাস করছি সেখানই থেকে তাদের উদ্ভব। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি, কিন্তু সেই স্বাধীনতা ছিল খণ্ডিত এবং এই খণ্ডিত স্বাধীনতাও ভুলুণ্ডিত হয়ে গেছে শাসক শ্রেণীর লুণ্ঠনের কারণে। সমাজে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেনি। পুরোনো পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আরো ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে, মৌলবাদ উগ্র হয়ে উঠেছে। এসবের দ্বারা প্রমাণ হয়, মুক্তির যে লক্ষ্য আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে ছিল, সেটাকে আমরা একটা সামাজিক পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে নিতে পারিনি। '৭১ সালের বিজয় একটা ক্রান্তিকাল ছিল, সেটা কোনো চূড়ান্ত বিজয় ছিল না। জাতীয়তাবাদীরা যতোটা তাদের পক্ষে সম্ভব তা করেছে, পরিবর্তনকামীদের পক্ষে প্রয়োজন ছিল মুক্তির ওই যুদ্ধকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে আমাদের আদি সংবিধানে যে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি স্বীকৃতি পেয়েছিল, তাদের বাস্তবে রূপান্তরিত করা। আমরা সেটা করতে পারিনি। দেশে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর জন্য আজ তাই কর্তব্য হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের এই অসম্পূর্ণ কাজটিকে সম্পূর্ণ করা। অর্থাৎ সমাজে মৌলিক পরিবর্তন এনে মানুষের নাগরিক অধিকারগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করা।

অধ্যাপক হুমাযুন আজাদের ওপর হামলা আমাদের কেবল ক্ষুব্ধ ও বিপন্ন করছে না, ঐ কর্তব্য সম্পর্কেও সজাগ করে দিতে চাচ্ছে। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে রাষ্ট্র ও গণসমাজকে প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক করার দিকে এগিয়ে নিতে না পারি তাহলে আমাদের বিপদ ঘুচবে না এবং আমরা নিরাপদে বাঁচাতেও পারবো না।

Saturday, March 06, 2004 (Courtesy: Prof. Shirajul Islam Chowdhury and Bhorer Kagoj)